হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

সৌন্দর্য, স্বচ্ছলতা এবং ভালোবাসা

অনেক দিন থেকেই ভাবছি আমার প্রিয় পত্রিকা সাপ্তাহিক ২০০০-এর হৃদয় জানালা পাতায় আমার জীবনের জমে থাকা অব্যক্ত কথাগুলো লিখবো। কিন্তু লিখতে বসলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। কিছুতেই কিছু গুছিয়ে লিখতে পারি না। জীবনই যার এলোমেলো, লিখতে গেলে লেখা এলোমেলো হবে না কেন।

মানুষের জীবনে যেমন প্রয়োজন আছে অর্থের, তেমনি প্রয়োজন আছে ভালোবাসার। বেঁচে থাকার জন্য এর কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না। ভালোবাসা বা প্রেমের সঠিক সংজ্ঞা কি আমার জানা নেই। এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। তাই সীমিত জ্ঞান নিয়ে ভালোবাসা বা প্রেম সম্পর্কে বেশি কিছু লিখতে চাচ্ছি না। তবে এটুকু জানি ভালোবাসা মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে। তাই তো সবাই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। আমিও করতাম, এখনও করছি।

খুব মনে পড়ে যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজে উঠলাম, দেখলাম বন্ধুদের চুটিয়ে প্রেম করতে। আমারও খুব ইচ্ছে হলো বন্ধুদের মতো প্রেম করতে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। দেখলাম সম্ভবত একটি মেয়ের ভালোবাসা পেতে হলে যেসব গুণাবলী প্রয়োজন তার একটিও আমার মধ্যে নেই। মনে হলো এটা আমার অক্ষমতা, ব্যর্থতা। তাই এই ব্যর্থতাকে ঢাকতে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবো, তারপর প্রেম ভালোবাসার কথা ভাববো।

বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। অনার্সের রেজাল্ট বেরুলো, রেজাল্ট দেখে হতাশায় পড়ে গেলাম। এই রেজাল্ট নিয়ে এই লক্ষ বেকারের দেশে, চাকরি নামক সোনার হরিণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তাই পাড়ি জমালাম উপত্যকার দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায়।

কিভাবে যে এদেশে পাঁচটি বছর কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি কি না জানি না। তবে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। জীবনে অর্থ পেয়েছি কিন্তু পেলাম না কারও ভালোবাসা বা ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি। পেলাম না এমন কারো সন্ধান যাকে নিয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথগুলো অতিক্রম করবো।

এই প্রবাস জীবনে আমি বড়ই একা, বড়ই নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতা আমাকে গ্রাস করতে বসেছে। তারপরও আমি আজও অপেক্ষায় আছি। এমন কারও, জন্য যে আমার জীবনে আসবে ভোরের শিশিরের মতো, চৈত্রের এক পশলা বৃষ্টির মতো।

Mahbubul Alam (Liton)
Do Woon Computer EMB, Sonil B/D 2nd Floor
Chang-No-Ku-Young-GI-Dong, 110-2-Seoul-Korea
Mobile : 0198012956, E-mail : malambogra@yahoo.com

ভালোবাসা মরণের নাম

অধরা, বড় জানতে ইচ্ছে হয় কেমন সুখে আছো তুমি, জানি না কোন স্বর্গ সুখের আশায় এ দু'চোখের তপ্ত অশ্রু সাগরের বুক চিড়ে চলে গেলে। তুমি না বলেছিলে 'তুমি ছাড়া এ জীবনে নইতো অন্য কারো, এ বিশ্বাসটুকু চিরদিনই রাখতে তুমি পারো।' এখন আমি কোনটা বিশ্বাস করবো? বলেছিলে 'ভালোবাসা যদি হয় মরণের নাম, মনে রেখ এ হৃদয় তোমাকে দিলাম'। হায়রে পাষাণী! কেন এভাবে আমার জীবনে এলে, কেনইবা কাঁদালে? কিভাবে পারলে এত নিষ্ঠুরভাবে আমার নিষ্পাপ ভালোবাসার বুকে ছুরি চালাতে? এত নির্মম হতে পারলে! বিশ্বাস করো, আজো তোমার কাঁকনের শব্দে আমার নিশুতি রাতের প্রহর কাটে। জল হয়ে যায় রেলা। নিস্তব্ধ রাত কষ্টের তরলতায় ছেয়ে যায়। আজো আমার বিশ্বাস হয় না তুমি অন্য কারো। কি অপরাধ ছিল আমার? জানাতে তো পারতে তোমার বিয়ের কথা এ হৃদয়ে কত না বলা কথা ছিল বলতে পারিনি। জনম জনম ভালোবাসার কথা ছিল, বাসতে দাওনি। কোনোদিন ভাবিনি চলে যাবে এভাবে বিত্তবৈভবের টানে। সেই তুমি চলে গেছ আমার অযুত স্বপ্নকে দু'পায়ে দলে। কত আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল। ঘাতকের মতো হত্যা করলে সেসব। আজ আমার নিদারুণ জীবন দেখে পাথরের বুকেও কান্না হয়। আকাশের নক্ষত্রেরা খসে পড়ে আমার ব্যথায়। নিকশ আঁধারের স্রোত ভিজে ওঠে আমার অশ্রুতে। নিঝুম রাতে। পৃথিবী যখন ঘুমে বিভোর, হয়তো তুমি মাতাল ভোগে, আনন্দে, আদিমতায়। হৃদয়ের অলিন্দ নিলয়ে সঞ্চিত সবটুকু ভালোবাসা তোমাকে দিয়ে নিঃস্ব এই আমি তখন বিষণ্ন নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবি তোমার কথা। এখনো সাত সকালে সবার আগে সূর্যকে বলি আমার প্রিয়াকে আলো দিও। বাতাসকে বলি আমার প্রিয়াকে ছুঁয়ে যেও নিত্যদিন। সেই তুমি একবারও ভাবলে না আমার কথা। জানতে চাইলে না কোনো কিছু। জানালে না কোনে কিছু। স্বপ্নের রানী থেকে হয়ে গেছো ছলনার দেবী। পাবে না, তুমি সুখ পাবে না। সে তোমার ভুল ধারণা।

গুন্ডা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

শ্যামলীর কথা

আমি আছি, কিন্তু থাকবো না, আমার স্মৃতি এবং ভালোবাসা থাকবে অম্লান। তোমরা যারা আমায় আঘাত দিয়েছ, দুঃখ দিয়েছ, তাদের প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই, নেই কোনো অভিমান কখনও। তবে যারা আমায় ভালোবাসা দেবে, দেখাবে বাঁচার স্বপ্ন এবং অধিকার, তাদের প্রতি আমি থাকবো চির কৃতজ্ঞ। জানি না স্বার্থপর এই পৃথিবীতে আমার মতো অভাগী, এতিম কোনো মেয়ের স্বপ্ন দেখা ঠিক কি না! তাই অনেক সংকোচ, অনেক দ্বিধা এবং অনেক আশা নিয়ে বেদনার বালু চরে দাঁড়িয়ে হাত দুটি প্রসারিত করে দিলাম। যদি হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে প্রবাসের নিঃসঙ্গতা ভরা বিদগ্ধ কিন্তু হৃদয়বান এই হাত দুটি ধরে বলে, 'সাথী যদি হও পাশে থেকে মোর করি না ভয় নিখিলের'। আমি বিএ অনার্স পড়ুয়া বাবা-মাহারা এক এতিম মেয়ে। কোনো নোংরামি নয়, শুধু উদার মানসিকতা নিয়ে আমাকে বর্তমানে আর্থিক সাহায্য এবং ভবিষ্যতে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করার কিংবা নিজে সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণের সাহসিকতা নিয়ে অভিভাবক বা বন্ধু হিসেবে লিখুন।

Miss Shamoli, Komdam boimela
Korotoa Super Market/Checopara
Bogra-5800/Bangladesh